



139414 - সতৌন্দর্য চর্চা হিসেবে নারীর চুল ছোট করা জায়যে; এতে গুনাহ হবে না

প্রশ্ন

আমি অনেকবার শুনছি যে, ইসলামী বধিান মতোবকে কোন নারীর আদৌ চুল কাটা জায়যে নহে। আমি এর কারণটি বুঝতে চাই। কারণ আমি মনে করি যে, কিছু দিন পর পর নারীর চুল পরপিটি করার প্রয়োজন হয়। এ মাসয়ালাটি সম্বন্ধে কি বিস্তারতি জানানো যাবে? আমি আরও শুনছি যে, নারীর উচতি তার চুল যতটুকু পারা যায় লম্বা করে রাখা এবং ছোট না করা ও মুণ্ডন না করা। কেননা কয়িমতরে দিনি মানুষ যখন উলঙ্গ অবস্থায় পুনরুত্থতি হবে তখন নারীর চুল তার জন্য আচ্ছাদন হবে- এ ধরণরে কথা কি ঠিকি? এর সপক্ষে কি কোন দললি আছে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

আলমেগণ নারীর চুল ছোট করার ব্যাপারে যটোক হারাম বলছেন তা হচ্ছে নমিনে উল্লেখতি অবস্থাসমূহ:

১। যদি এ চুল নিয়ে গাইরে মাহরাম পুরুষরে সামনে নজিকে প্রদর্শন করা হয়।

২। যদি কাফরে কথিবা ফাসকে নারীদরে স্টাইল অনুকরণরে উদ্দেশ্য থেকে চুল ছোট করা হয়।

৩। যদি পুরুষরে চুলরে সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ স্টাইলে চুল ছোট করা হয়।

৪। যদি কোন গাইরে মাহরাম পুরুষ দ্বারা চুল কাটানো হয়; যা অনকে পাপাচারপূর্ণ সলেনে ঘটতে থাকে।

৫। যদি স্বামীর বনি অনুমতিতে করা হয়।

উল্লেখতি অবস্থাসমূহে যে কারণগুলো চুল ছোট করাকে হারাম করেছে; সেগুলো সুস্পষ্ট এবং এসব অবস্থায় হারাম হওয়ার গূঢ় রহস্যও সুস্পষ্ট।

দুই:



যদি চুল ছোট করার উদ্দেশ্য হয়: স্বামীর জন্য নজিকে সাজানো ও স্বামীর কাছাকাছি যাওয়া, কথিবা উদ্দেশ্য হয় যে, লম্বা চুলের যত্ন নেয়ার খরচ ও কষ্ট কছুটা লাঘব করা, কথিবা অন্য কোন যৌক্তিক বধি উদ্দেশ্য হয় তাহলে আলমেদরে সঠিক মতানুযায়ী এতে গুনাহ হব না। কেননা, ইবাদতশ্রণীয় নয় এমন বিষয়সমূহের মূলবধিান হল বধিতা; যতক্ষণ পর্যন্ত না হারাম হওয়ার পক্ষে কোন দলিল উদ্ধৃত হয়। ইসলামী শরিয়তে নারীর চুল ছোট করার নষিধোজ্ঞসূচক কোন দলিল নহি। বরং এমন কছু দলিল রয়েছে যাতে জায়যে হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। সএ দলিলটি হচ্চে- আবু সালামা বনি আব্দুর রহমান (রহঃ) বলেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্নীগণ মাথার চুল ছাটাই করতনে; যনে সটো ওয়াফরা স্টাইল হয়"।

ওয়াফরা হচ্চে- কারো কারো মতে, যে চুল কাঁধের একটু নীচে থাকে। কারো কারো মতে, যে চুল কানরে লতি পর্যন্ত পৌঁছায়।

ইমাম নববী বলেন:

এ হাদসিে মহলিাদরে চুল ছোট করার পক্ষে দলিল রয়েছে।[সমাপ্ত][শারহে মুসলমি (৪/৫)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

"নারীর চুল ছোট করা অর্থাত্ নারীর মাথার চুল ছোট করা: আলমেদরে কটে কটে এটাকে মাকরুহ বলছেন। কটে কটে হারাম বলছেন। কটে কটে জায়যে বলছেন।

যহেতে বিষয়টি মতবিরোধপূর্ণ তাই এ ক্ষতেরে কুরআন-সুননাহ -এর দকিে প্ররত্য়বর্তন করা বাঞ্ছনীয়। আমি আমার এই মুহূর্ত পর্যন্ত নারীর চুল ছোট করা হারাম হওয়ার পক্ষে কোন দলিল জানি না।

হারাম হওয়ার দলিল না থাকলে এটি বধি হওয়াই হচ্চে মূলবধিান এবং এক্ষতেরে প্রথার অনুসরণ করা হব। আগরে দনিে নারীরা চুল লম্বা করা পছন্দ করত এবং এ নিয়ে গর্ব করত। কোন শরয়ি কারণ ছাড়া কথিবা যৌক্তিক কারণ ছাড়া তারা মাথার চুল কাটত না। কনিত্তু, এখন মানুষের অবস্থা পরবির্তন হয়ে গেছে। তাই এটাকে হারাম বলা দুর্বল অভিমতি; যার পক্ষে কোন দলিল নহি। মাকরুহ বলতে গেলে গভীর চন্িতাভাবনার দরকার আছে। জায়যে বলাটা ফকিহি সূত্রাবলি ও মূলনীতগুলোর অধিক নকিটবর্ত্তী। তাছাড়া সহহি মুসলমিে বর্ণতি হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর তাঁর পত্নীগণ তাদরে মাথার চুল ছোট করতনে; যাতে করে 'ওয়াফরা' স্টাইল হয় (কাঁধের একটু নীচ পর্যন্ত কথিবা কানরে লতি পর্যন্ত প্রলম্বতি)।

তব, কোন নারী যদি তার চুল এত ছোট করে যে, তার মাথা পুরুষেরে মাথার মত দেখায় তাহলে সটো হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন আপত্তি নহি। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষদের সাথে সাদৃশ্যগ্রহণকারী নারীদের প্রতিলিনত করছেন।



কথিবা কোন নারী যদি কাফরে কথিবা চরিত্রহীন নারীদরে মত করে চুল ছোট করে সটোও হারাম। কোননা যবে ব্যক্তিযাদরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তাদরেই দলভুক্ত।

আর যদি কোন নারী সামান্য চুল ছোটাই করে যটো পুরুষের চুলের সাথে সাদৃশ্যেরে পর্যায়ে পটৌছে না; কথিবা চরিত্রহীন নারী বা কাফরে নারীদরে মাথার সাথে সাদৃশ্যেরে পর্যায়ে পটৌছে না- তাহলে তাতো কোন সমস্যা নহে।[সমাপ্ত]

ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব (ফাতাওয়ায যনিহ ওয়াল মারআ/কাসসু শা'র) (ক্যাসটে নং ৩৩৬, দ্বিতীয় সাইড)

আরও জানতে দেখুন: [1192](#) নং, [13248](#) নং ও [13744](#) নং প্রশ্নোত্তর।

তনি:

'নারীর চুল কয়িমতরে দনি তার জন্য আচ্ছাদন হবে' এ ধরণেরে যবে কথাটি বলা হয় হাদসিবে বা আছারে এমন কোন দললি নহে। আলমেদরে বক্তব্যেও আমরা এমন কছি পাইনি। সুতরাং এ ধরণেরে কথা সঠিকি কনি, শরয়িতো সাব্যস্ত কনি- সটো নশ্চিতি হওয়ার আগে তা প্রচার করা ও বিশ্বাস করা থেকে সাবধান থাকা উচিত।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।